দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 30 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত। তিনি বলেন, আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা বিজ্ঞানকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ২২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। ওসমানী মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক ১৯৯৪, মেধাবী কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের পুরস্কার এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে কম্পিউটার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী নুরউদ্দিন খান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মারুফ মোরশেদ, বিসিসির নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর সোবহান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বক্তৃতা করেন।

১৯৯৪ সালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক লাভ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম। তিনি বিদেশে থাকায় তার কন্যা পদক গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে দেশ যত এগিয়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও সে দেশ ও জাতিকে সা... গড়ে তুলতে হলে য... লাগসই প্রযুক্তির ব্যব... অপরিহার্য।

তিনি বলেন, সারাদেশে ১২টি নতুন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে। অন্য ১১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এর উন্নয়নে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গত ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। দেশে গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত বিশেষ বরাদ্দ এটাই প্রথম।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 'এনার্জি সিকিউরিটি' অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের সমুদ্র সম্পদ যথাযথভাবে আহরণের এজন্য একটি জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। তরুণদের মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করা ও জনগণকে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতির তথ্যচিত্র প্রদর্শনের জন্য ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার' নামে দেশে এই প্রথম একটি অত্যাধুনিক 'প্ল্যানেটরিয়াম প্রকল্প' বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। দ্রুত বিকাশমান বায়োটেকনোলজি প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে গবেষণা জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয়ে বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্সেনিক দূষণরোধে লাগসই কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনে ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩টি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব আজ কম্পিউটার যুগে পদার্পণ করেছে। আমাদের তরুণরা কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে সরকার দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯৬টি কম্পিউটার বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বর্তমান সরকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গত অর্থবছর থেকে এই প্রথমবার কম্পিউটার আমদানি ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহারের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্বমানের 'সফটওয়্যার' তৈরি ও রফতানির লক্ষ্যে ঢাকার মহাখালীতে অচিরেই 'আইটি ভিলেজ' স্থাপন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে। প্রতিনিয়ত অগ্রগতির এ ধারার সাথে আমাদের অবশ্যই তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সরকার দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, দেশীয় লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গণমুখীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।